4.

⊗ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সাঙ্গীতিক উপাদান :— (১)

উঃ— নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন ভরত। ভরতের আবির্ভাব কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ ভান্ডারকর, ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার প্রমুখেরা ভরতের আবির্ভাব কাল নির্ধারন করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল। ডঃ কে.সি.পান্ডে ভরতের সময়কাল চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে নির্ধারিত করতে চেয়েছেন। নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থখানি একই সময়ে একজন ব্যাক্তির দ্বারা লিখিত হয়েছিল একথাও অনেকে মানতে চান নি। কারন 'ভরত' একটি উপাধি বিশেষ। সে যুগে নাট্যশাস্ত্র অভিনেতা বা নটমাত্রকেই ভরত আখ্যা দেওয়া হত। এই বক্তব্যকে সমর্থন করে একাধিক ভরতের উপস্থিতি।

আদি নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন

ব্রহ্মাভরত। এই ব্রহ্মাকে পরবর্তী সঙ্গীত শাস্ত্রীরা — 'দ্রুহিন ব্রহ্মা' আখ্যা দিয়েছিলেন। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত রত্নাকর-এ একে বলেছেন 'বিরিঞ্চি'। এই দ্রুহিন ব্রহ্মা রচিত আদি নাট্যশাস্ত্রের সারসংকলনই হল আচার্য ভরত প্রনীত নাট্যশাস্ত্র। ৩৬,০০০ শ্লোক সমন্বিত আদি নাট্যবেদ থেকে মাত্র ১২,০০০ শ্লোকনিয়ে সদাশিব ভরত গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকে মনে করেন নাট্যবেদের — রচয়িতাই হলেন সদাশিব ভরত। আচার্য ভরত এই গ্রন্থ থেকেও অনেক কিছুই সংগ্রহ করেছিলেন, যার ফলশ্রুতি হল নাট্যশাস্ত্র। মাত্র ৬,০০০ শ্লোক নিয়ে গ্রন্থটি সংকলিত হয়। অনেকে মনে করেন ১২,০০০ শ্লোক সমন্বিত গ্রন্থটির নাম 'নাট্যবেদাগম' এবং ৬,০০০ শ্লোকযুক্ত গ্রন্থটির নাম হল 'নাট্যশাস্ত্র'।

'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটিতে নাটকের অঙ্গ বা সহায়ক রূপে নাটকের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও — আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। সেদিক থেকে বলা যায় নাট্যশাস্ত্রের প্রায় সব অধ্যায়ে সঙ্গীতের কোন না কোন প্রসঙ্গ আছে তবে ২৮ তম থেকে ৩৩ তম অধ্যায়ের মধ্যেই সঙ্গীতের ব্যাপক আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত অধ্যায় গুলিতে — জাতিগান, ধ্রুবগান ছাড়াও বর্ণ, অলঙ্কার, মূর্ছনা এবং বিভিন্ন রসের কথা উল্লেখিত আছে।

ভরত নাটকের দশরূপ বা দশটি বিভাগ প্রসঙ্গে জাতি, শ্রুতি এবং ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম দুটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেছেন জাতি ও শ্রুতি যেমন গ্রাম সৃষ্টি করে তেমনি বিচিত্র বৃত্তি কাব্যবন্ধ বা নাটক সৃষ্টি করেন। ষড়জ ও মধ্যম গ্রামদুটিতে যেমন সকল স্বরেরই সমাবেশ থাকে, তেমনই নাটক ও প্রকরণে সকল বৃত্তি থাকে। বিশুদ্ধ করন ও জাতিরাগ — অনুযায়ী সেযুগে মন্ত্র সঙ্গীত সৃষ্টি করার রীতি ছিল। তত, অবনদ্ধ, ঘন ও শুষির — এই চারপ্রকার বাদ্যের কথা ভরত উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রীযুক্ত অর্থাৎ বীনাদিবাদ্য যন্ত্রকে বলা হত 'তত'। মৃদঙ্গ শ্রেনীর পুষ্করাদি বাদ্যযন্ত্রকে

বলা হত 'অনবদ্ধ'। তাল দেবার উপযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এগুলি ছিল সহায়ক যন্ত্র। এই শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র হল 'ঘন'। ঘন্টা বা করতাল এই শ্রেণীভুক্ত। এছাড়া বায়ুচালিত আরেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত যার নাম ছিল 'সুষির'। বেণু বা বাঁশী হল এই শ্রেণীর যন্ত্র। সমবেত ভাবে যন্ত্রসঙ্গীত সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই চার প্রকার বিন্যাসরীতির কথা ভরত উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের প্রক্রিয়াকে তিনি বলেছেন 'কুতপবিন্যাস'। 'কুতপ' – অর্থে বোঝায় চতুর্বিধ অতোদ্য। সংখ্যা ও গুনগত মানের দ্বারা কুতপ বিন্যাসের তিনটি শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন তিনি। এগুলি হল — উত্তম, মধ্যম এবং অধম।

নাট্যবেদের প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে আলোচনা করেছেন। এমনকি রঙ্গমঞ্চের কোথায় কোন গায়ক বা বাদকেরা বসবেন তারও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। যবনিকার বহির্ভাগেও নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের কথা ভরত বলেছেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় যজ্ঞমণ্ডপের বাইরে 'বহিষ্পবমান স্তোত্র' নামে যে গান করা হত, ভরত নাট্যশাস্ত্রে যবনিকার বহির্ভাগে সেই গানের প্রচলনের কথা বলেছেন।

গান্ধর্বগানের পরিচয় প্রথম ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল এবং পদযুক্ত সঙ্গীতের নামই হল গান্ধর্ব। ভরত গান্ধর্ব গানে পদ অর্থে স্বর ও তালের অনুভাবক বস্তু ও যা কিছু অক্ষর সন্নিবদ্ধ হয়, তাকেই চিহ্নিত করেছেন। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে পদকে দুভাগে ভাগ করা যায়। নিবদ্ধ পদ তালযুক্ত এবং প্রাচীন ধ্রুবাগানে তা ব্যবহৃত হত। অনিবদ্ধ পদের অন্য নাম হল - আলপ্তি বা আলাপ। এই ধরনের প্রকরণগুলিতে তালের ব্যবহার ছিল না, তবে অক্ষর ছন্দ ও যতি প্রয়োগ হত। ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, তাল যুক্ত নিবদ্ধ এবং তালহীন অনিবদ্ধ-এ সব মিলেই গান্ধর্ব সঙ্গীতের সামগ্রিক রূপটি পাওয়া যেত।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রথম জাতিরাগের কথা জানা যায়। তিনি সাতটি শুদ্ধ এবং এগারোটি বিকৃত মোট ১৮টি জাতিরাগের উল্লেখ করেছেন। বিকৃত জাতিরাগের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শুদ্ধ জাতিরাগগুলি পারস্পারিক মিশ্রণের ফলে বিকৃত জাতিরাগের উদ্ভব ঘটে। সঙ্গীতের চারটি বর্ণের কথাও ভরত উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও প্রসন্নাদি, সমবিন্দু, কম্পিত প্রভৃতি নানা প্রকার অলংকারের পরিচয়ও ভরত দিয়েছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন এই চার প্রকার ধাতুর উল্লেখ করেছেন ভরত। এই ধাতুগুলিকে তিনি বাদ্যযন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ বলেছেন।

ভরত সঙ্গীতে তাল উপাদানের ক্ষেত্রে দুই প্রকার তাল ক্রিয়ার কথা বলেছেন। প্রথমতঃ তিনি উল্লেখ করেছেন সশব্দ ক্রিয়া। এগুলি শম্যা, তাল, ধ্রুব ও সন্নিপাত এই চারপ্রকারে বিভক্ত ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় প্রকার তাল ক্রিয়ার নাম ছিল নিঃশব্দ এগুলি আবাপ, নিষ্কাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক এই চারভাগে বিভক্ত ছিল। গীতের অংশ বা অবয়বকে তিনি বলেছেন বস্তু। আর গানের ও আলাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে তিনি বলেছেন বিদারী। গান্ধর্ব স্বর হিসাবে ভরত নারদের মতোই লৌকিক ষড়জাদির সাতস্বরের নাম ও তাদের দশ লক্ষণের কথা বলেছেন, কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থকারদের মতো স্বরের জাতি, কুল, বর্ণ, দেবতা, স্থান প্রভৃতির কথা বলেছেন।

বাদী, সমবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর প্রসঙ্গে ভরতের অভিমত হল এই যে শ্রুতি সংখ্যার নির্দিষ্ট ব্যবধান দ্বারাই এই স্বরগুলি নির্ভর করা উচিত, যদিও ভরতের সময় বাদী স্বরের পরিবর্তে প্রচলিত ছিল অংশ স্বর। ভরত ষড়জ গ্রামে শ্রুতি বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া মূর্চ্ছনা ও তান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অংশ স্বরগুলি জাতি রাগে ব্যবহৃত হত। জাতির দশ লক্ষণের মধ্যে অংশ ছিল অন্যতম। জাতি রাগ তিনটি বৃত্তি সহযোগে অর্থাৎ— চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণার মাধ্যমে মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা এই চারটি গীতির দ্বারা ব্যবহৃত হত। নাট্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ শ্রেনীর ধ্রুবাগানের ~~বিস্তৃত~~ বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। বৈদিক সপ্তগীতি অর্থাৎ— ঋক্, পানিকা, গাঁথা, সাম প্রভৃতি সপ্তগীতিকেই গান্ধর্ব গানের শ্রেনীভূক্ত করে ধ্রুবা গান সৃষ্টি হত, এই ধরনের গানে সুরসেনী ভাষা প্রয়োগ করা হত।

ভরত সে যুগে বাদ্যযন্ত্রগুলির গঠন ও নির্মান প্রনালীর কিছু কিছু বিবরন দিয়েছেন। মৃদঙ্গকে ভরত পুষ্কর বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এই ধরনের বাদ্য 'ভান্ডবাদ্য' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। গানে তিনটি মৃদঙ্গ ব্যবহার করা হত। দুটি বড় মৃদঙ্গ সোজাভাবে বসানো থাকত আর ছোটটি থাকত শোয়ানো। এযুগে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যের প্রচলন ছিল। তাই ভরত গীত ও বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যের পরিচয়ও দিয়েছেন। নৃত্য উপযোগী বিভিন্ন করন ও মুদ্রার পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমন তান্ডব নৃত্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। যদিও এই নৃত্য পুরুষ এবং নারী অনুশীলন করত।